ভোরের কাগজ

APR. 08

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ...

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম স্থগিত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ঐ স্থগিত আদেশ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবাগের প্রশাসনিক কার্যালয়ে এসে পৌঁছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এ সিদ্ধান্তকে স্থানীয় জনগণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সূত্র জানায়, আ.লীগ সরকারের আমলে দেশের ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে গোপালগঞ্জ শহরের নবীনবাগে মাসিক ১২ হাজার টাকা ভাড়ায় একটি দ্বিতল ভবনে নয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে সদর থানার গোবরা গ্রামে ৫৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। নিচু জমি হওয়ায় মধুমতি নদী থেকে ড্রেজিংয়ের সাহায্যে মাটি এনে জমি ভরাট করা হয়। এসব কাজে এর মধ্যে ১১ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টির কাজ শুরু হয়েছিল, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে গোপালগঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয়টির। কার্যক্রম স্থগিত আদেশ চিঠি পাওয়ার পর মঞ্জুরি কমিশনে এ সম্পত্তির হিসাব পাঠানোর জন্য সম্পদের তালিকা প্রণয়ন শুরু হয়েছে।

এদিকে গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ও গোপালগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ মোঃ ইলিয়াস 'এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ' করে বলেন, একনেক থেকে অনুমোদিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত করাকে আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছাড়া আর কিছুই মনে করছি না। আমরা এ ব্যাপারে অনশনসহ বিভিন্ন অহিংস কর্মসূচি ঘোষণা কবো। গোপালগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ আলী খান আবু মিয়া ভোরের কাগজকে বলেন, এটি কোনো দলীয় ব্যাপার নয়। এটা গণমানুষের অধিকার। সে অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক কর্মী গোলাম কিবরিয়া বলেন, গোপালগঞ্জ দীর্ঘ ২১ বছর পর উন্নয়নের মুখ দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকার প্রতিহিংসাবশত আমাদের এই উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করছে।